আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জানো।
সূরা আল ইমরান ৭১

দৈনিক
# কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

নতুন আঙ্গীকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট
এ্যাংকর সিমেন্ট
স্থায়ীত্বের মজবুত বন্ধন

সেবা : ০১৯১০০৬৬৬৫৫, ০১৭১১৩২৭৭০৫

বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥ ২০ রবিঃ আউঃ ১৪৪৮ ॥ ২০ ভাদ্র ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ৯০ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

## হুমকি মোকাবিলায় দেশেই ড্রোন তৈরি করা হবে: প্রধানমন্ত্রী

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান উড্ডয়ন বন্ধ করে স্বতন্ত্র রানওয়ে বা ঘাঁটি নির্মাণের ২ এর পাতায় দেখুন

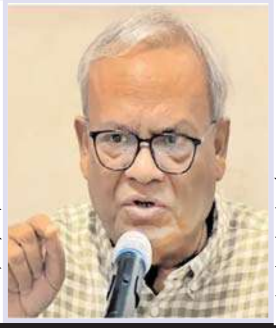

## তারেক রহমানকে বন্দি করা ছিল দেশি-বিদেশি চক্রান্তের যৌথ বহিঃপ্রকাশ

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তারেক রহমানকে ২ এর পাতায় দেখুন

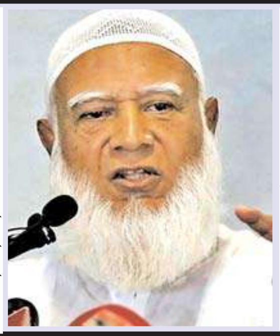

## গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হলে রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি হতে পারে

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
বাস্তবায়ন না হলে দেশের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের আমির ও বিরোধীদলীয় ২ এর পাতায় দেখুন

## আমার মানহানির জন্য দুদক কি দুঃখপ্রকাশ করবে: আসিফ মাহমুদ

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, বদলি ও কেনাকাটায় বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক উপদেষ্টা আসিফ ২ এর পাতায় দেখুন

# ১০০ টাকার ঋণে ৩৩ টাকাই খেলাপি
## ছাড়ালো ৬ লাখ কোটি টাকা

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
ঋণ পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ও বিশেষ এক্সিটসহ নানা ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের লাগাম টানা যাচ্ছে না। আবারও দেশের ব্যাংক খাতের শ্রেণিকৃত বা খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এতে একদিকে যেমন আর্থিক খাতের নাজুক চিত্র সামনে এসেছে, অন্যদিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়েও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল ঋণ পুনঃতফসিল বা নানা ধরনের ছাড় দিয়ে খেলাপি ঋণের প্রকৃত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। ব্যাংকিং খাতে কার্যকর সংস্কার, ঋণ আদায়ে কঠোরতা এবং ঋণ বিতরণে সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৫০ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যাংক খাতের মোট ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশই এখন খেলাপি ঋণ। তার মানে ১০০ টাকার ঋণে খেলাপি ৩৩ টাকা ৭৮ পয়সা। এর সিংহভাগই আদায় অযোগ্য। এর আগে চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা। সে হিসাবে মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৭ হাজার ৮৫১ কোটি টাকা। একই সময়ে খেলাপি ঋণের হার ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশে উঠেছে। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের এই লাগামহীন বৃদ্ধিকে উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুন। তিনি বলেন, দেশে রাজনৈতিক প্রভাব ও সুশাসনের ঘাটতির কারণে ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণের প্রবণতা বেড়েছে। এর ফলে ব্যাংকে তারল্য সংকট তৈরি হচ্ছে এবং বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে গিয়ে নতুন বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন প্রকৃত খেলাপি ঋণ আড়াল করা হয়েছে। সব ব্যাংকের প্রকৃত তথ্য সামনে এলে এই অংক আরও বাড়বে। তাই বিশেষ ছাড় না দিয়ে বড় ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার করতে হবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র আড়াল না করে দ্রুত আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি'র ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সদর উপজেলা বিএনপি'র উদ্যোগে র‍্যালির নেতৃত্ব দিচ্ছেন অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার এমপি। উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নুরুল আমিন ও সদস্য সচিব সাইফুল ইসলাম আব্বাস -কীর্তনখোলা

### ভারতের হাইকমিশনারের প্রত্যাশা
## দুই দেশের জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় ভারত সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দুই দেশের জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে ভারত সফর করবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সফর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা চলমান রয়েছে। বুধবার (০২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, দুই দেশের জনগণের সম্পর্ক জোরদার করতে সবপর্যায়ে সংলাপ ও আলোচনা অব্যাহত থাকবে। সাক্ষাতে ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এসময় লোকসভার স্পিকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে ভারত সফরের আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান ২ এর পাতায় দেখুন

## লিটারে সয়াবিন তেলের দাম বাড়লো ৫ টাকা

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
বোতলজাত সয়াবিন তেলের মূল্য সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রতি লিটারে ৫ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ২০৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব আতাউর রহমান খান। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জরুরি এক সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। এর আগে ১৯৯ টাকা লিটারে তেল বিক্রি করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ৫ টাকা বাড়ানো হলো। তবে খোলা সয়াবিন তেল ও পাম তেলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বাণিজ্য সচিব বলেন, 'সয়াবিন তেলের দাম সমন্বয় করেছে সরকার। বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৯৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০৪ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ লিটারে ৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তবে খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকবে।' ২ এর পাতায় দেখুন

### বিসিসি প্রশাসক বিলকিস জাহান শিরীন
## পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব নগরী গড়তে নগরবাসীর সচেতনতা বেশি জরুরি

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**
"পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়নে নাগরিকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য" এই প্রতিপাদ্যকে হৃদয়ঙ্গম করে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশবান্ধব নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক টেবিলে বসেছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (বিসিসি) কর্তৃপক্ষ এবং সচেতন নাগরিক সমাজ। নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), বরিশাল এবং অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি) এর যৌথ উদ্যোগে সিসিকের সাথে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২ এর পাতায় দেখুন

## আ. লীগ দেশের অর্থনীতির কোমর ভেঙে দিয়ে গেছে: তথ্যমন্ত্রী

**ভোলা প্রতিনিধি**
তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন, আপনারা জানেন সরকারে এখন গ্যাস ও বিদ্যুতের অসুবিধা রয়েছে। আওয়ামী লীগ ১৭ বছরে দেশের অর্থনীতির কোমর ভেঙে দিয়ে গেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন সময়ে বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়েছেন। সেখান থেকে আমাদেরকে উঠে আসতে হচ্ছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে তিন দিনের সরকারি সফরে এসে নিজ সংসদীয় আসন ভোলা-১-এর নতুনবাজারে বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা ২ এর পাতায় দেখুন

## কলাপাড়ায় হাসপাতালে নার্সের বিরুদ্ধে নবজাতকের পা ভাঙার অভিযোগ

**কলাপাড়া প্রতিনিধি**
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ম্যাক্স হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন দিন বয়সী এক নবজাতকের পা ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের এক নার্সের অবহেলায় এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন শিশুটির বাবা-মা। মঙ্গলবার বিকেলে পৌর শহরের ফেরিঘাট সংলগ্ন ওই হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডের ফটোথেরাপি কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। শিশুটির স্বজনেরা জানান, গত শনিবার বালিয়াতলী ইউনিয়নের রেজাউলের স্ত্রী জান্নাতি আক্তার কনা ওই হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য ভর্তি হন। ওই রাতেই চিকিৎসক তাসলিমা ফেরদৌসী রিমা তাঁর অস্ত্রোপচার করেন। ২ এর পাতায় দেখুন

## 'বন্দিদের পেট কেটে সিমেন্টের বস্তা বেঁধে ফেলা হতো বলেশ্বর নদে'

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**
সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) তৎকালীন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে শতাধিক গুম ও হত্যার অভিযোগে করা মামলার দশম সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়েছেন মাঝি আব্বাস মল্লিক। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া জবানিতে তিনি বলেছেন, র‍্যাবের অভিযানে আটক ব্যক্তিদের গুলি করে হত্যার পর পেট কেটে সিমেন্টের বস্তা বেঁধে বরগুনার বলেশ্বর নদীতে ফেলে দেওয়া হতো। এসব কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে ছিলেন জিয়াউল আহসান। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনালে দেওয়া সাক্ষ্যে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২০১০ ও ২০১১ সালে সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকায় র‍্যাবের অভিযানে আটক ব্যক্তিদের হত্যা ও লাশ গুমের ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আব্বাস মল্লিক বলেন, 'অভিযানের সময় সাদা পোশাকে র‍্যাবের দুই সদস্য তাদের এলাকায় গিয়ে স্থানীয় দোকানিদের সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে রাখতে বলতেন। এরপর রাত ১১-১২টার দিকে চার-পাঁচটি মাইক্রোবাস ওই ২ এর পাতায় দেখুন

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাংলার প্রখ্যাত বাংলা ভাষাপণ্ডিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির
বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি
বইটি অনন্য
বইটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক
সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আগৈলঝাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা
পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)
বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836
গদ্য প্রকাশন, বরিশাল
বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

| | | | |
|---|---|---|---|
| বুক ভিলা<br>সদর রোড, বরিশাল<br>01932-314219 | ইসলামিয়া লাইব্রেরি<br>প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল<br>01711-264963 | অংকুর লাইব্রেরি<br>সদর রোড, বরিশাল<br>01708-868515 | অংকুর লাইব্রেরি<br>সদর রোড, বরিশাল<br>01708-868514 |
| খন্দকার লাইব্রেরি<br>সদর রোড, বরিশাল<br>01711-047767 | নিউ মাহবুব লাইব্রেরি<br>সদর রোড, বরিশাল<br>01763-107720 | রহমান বুক হাউজ<br>প্যারারারোড, সদর রোড, বরিশাল<br>01718-670945 | মজুমদার লাইব্রেরি<br>অমৃত লাল দে কলেজের সামনে, বরিশাল<br>01716-139268 |
| অমৃত লাইব্রেরি<br>অমৃত লাল দে কলেজের পাশে, বরিশাল<br>01719-408049 | নিউ কলেজ লাইব্রেরি<br>বি.এম কলেজের সামনে<br>01726-074663 | হক লাইব্রেরি<br>বি.এম কলেজ মসজিদ গেটের পশ্চিম পাশে<br>01724-851658 | আশরাফিয়া লাইব্রেরি<br>বি.এম কলেজ মসজিদ গেট<br>01717-488083 |

## ডিজিটাল তথ্যনির্ভর রাষ্ট্র গড়তে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ত্বরান্বিত করার তাগিদ

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে আরও দ্রুত, নির্ভুল এবং সর্বসাধারণের জন্য জনবান্ধব করার লক্ষ্যে বরিশালে সিআরভিএস বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক উচ্চপর্যায়ের বিভাগীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন করে বরিশাল বিভাগীয় প্রশাসন। সেমিনারে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার সচিব ফারাহ শাম্মী বলেন, একটি কার্যকর ও নির্ভুল সিআরভিএস ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি। সঠিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন, প্রবণতা এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করা সম্ভব। এসব তথ্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সঠিক স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
প্রতিনিধি আবশ্যক
দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়াখালী জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।
-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

# সম্পাদকীয়

## অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে হবে

বিদ্যমান জ্বালানি সংকট কেবল জনজীবনকেই বিপর্যস্ত করছে না; দেশের ছোট, মাঝারি, বড়-সব শিল্পেই অর্থাৎ প্রায় পুরো শিল্প খাতেই এর প্রভাব পড়ছে। ফলে এ সংকট দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারত থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আদানি গ্রুপের খামখেয়ালি আচরণ, যা পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। প্রকাশিত এ সংক্রান্ত দুটি ভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্যগুলো দেশের অর্থনীতির জন্য এক অশনিসংকেত। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে জ্বালানি সংকটের যে চিত্র উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে সারা দেশের শিল্পকারখানাগুলোতে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার ৩৮৭ কোটি টাকার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধি ৩.৭১ শতাংশ থেকে কমে ২.৮৬ শতাংশে নেমে এসেছে। নতুন গ্যাস সংযোগের অভাবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আটকে আছে। নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে শত শত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে অথবা সক্ষমতার অর্ধেকেরও কম উৎপাদনে চলছে। আমাদের জ্বালানি আমদানিনির্ভরতা গত ৪ বছরে ৪৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬২.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের যে কোনো অস্থিরতা সরাসরি আমাদের অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। শিল্প খাতের এই ত্রাহি অবস্থার মধ্যেই 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎ সরবরাহ হ্রাস পাওয়া। তীব্র গরমে যখন দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপক, তখন গত ২৩ দিন ধরে আদানি গ্রুপ তাদের উৎপাদনক্ষমতার প্রায় অর্ধেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটের কেন্দ্র থেকে যেখানে ১ হাজার ৪০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা, সেখানে মিলছে মাত্র ৭৯০ থেকে ৯১৫ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) বারবার চিঠি দিলেও কয়লা ভিজে যাওয়া বা রেললাইন নষ্ট হওয়ার যুক্তি দেখানো হচ্ছে। এই বহুমুখী সংকট থেকে উত্তরণে এখন আর জোড়াতালি দেওয়া পদক্ষেপে কাজ হবে না। প্রথমত, শিল্প খাতকে বাঁচাতে হলে জ্বালানি সরবরাহে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে প্রয়োজনে লোড ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে কারখানাগুলোকে উৎপাদনের সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি ও পূর্বানুমানযোগ্য একটি জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তৃতীয়ত, জ্বালানি খাতে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে। চতুর্থত, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে করা অসম ও বিতর্কিত চুক্তিগুলো আইনি কাঠামোর মধ্যে পুনর্মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। দেশের মানুষের করের টাকায় নিয়মিত বিল পরিশোধ করে আমরা কোনো বিদেশি কোম্পানির খামখেয়ালিপনার শিকার হতে পারি না। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে স্বচ্ছ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নয়তো উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ-সবকিছুই এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে, যার মাশুল দিতে হবে পুরো জাতিকে।

## আমার মানহানির জন্য দুদক

মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তবে অনুসন্ধান শুরুর আগে 'দুর্নীতির প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে' দুদকের এমন বক্তব্যে মানহানি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আসিফ মাহমুদ। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, 'দুদকের মুখপাত্র জনাব আক্তারুল ইসলাম আজ সংবাদ সম্মেলন করে দুর্নীতির প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলে জানালেন। প্রতিটা মিডিয়ায় নিউজ হলো, অনুসন্ধান শুরুর আগেই নাকি উনারা প্রমাণ পেয়ে গেছেন। প্রমাণ ও সত্যতা পাওয়ার নিউজে আসিফ মাহমুদের মানহানি করা হলো। কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি সাংবাদিকদের গ্রুপে মেসেজ দিয়ে বললেন যে, এই 'প্রাথমিক সত্যতা' শব্দ ব্যবহার না করতে। আসিফ মাহমুদের এই মানহানি করার জন্য দুদক কি কোনো অ্যাপোলজি করবে?' এর আগে আসিফ মাহমুদসহ চারজনের বিরুদ্ধে চার সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে বলে জানায় দুদক। এর নেতৃত্বে আছেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. জাহিদ কালাম। আসিফ মাহমুদ ছাড়াও যাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে তারা হলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, যুগ্ম-সচিব শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন ও উপসচিব মো. মাসুম আহমেদ। দুদকের কাছে আসা অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আসিফ মাহমুদ বদলি, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি করেছেন। এছাড়া অভিযুক্তরা ৩৮ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব বাতিল ও পদায়ন আদেশ করিয়ে ৭৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে ১৫০ জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য দেড় কোটি টাকা এবং পদোন্নতি দিয়ে পছন্দের জায়গায় পদায়ন করার জন্য সর্বমোট দুই কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন। অভিযোগে আরও বলা হয়, সচিব মাহবুব-উল-আলম, যুগ্ম-সচিব শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন, উপসচিব মাসুম আহমেদ এবং যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. গোলাম মোস্তফা, মামুন, জাহিদ, আমির (ঢাকা), আনিচ, জাহিদ, ইব্রাহিম (বগুড়া), জুলহাস (বরিশাল), নাকিমউদ্দিন, আলী হোসেন, আবু সাঈদ (পাবনা), কোরবান আলী (ধামরাই) ও আলী হোসেনদের (নরসিংদী) নিয়ে একটি চক্র যুব উন্নয়নের সব ধরনের টেন্ডারবাজি, কেনাকাটাসহ দুর্নীতির মহোৎসব চালিয়েছে।

## গণভোটের রায় বাস্তবায়ন

নেতা ডা. শফিকুর রহমান। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেতার বাসভবনে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন। পরে বৈঠকের বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, জামায়াত আমির ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জনদুর্ভোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। গোলাম পরওয়ার বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হয়। গণভোটে জনগণ যে রায় দিয়েছে, তা বাস্তবায়ন না হলে দেশের রাজনীতিতে সংকট তৈরি হতে পারে বলে মতবিনিময় সভায় উল্লেখ করেছেন জামায়াতের আমির। তিনি বলেন, গণভোটের রায় বাস্তবায়নের প্রশ্নে কোনো ভিন্নমত থাকলে তা স্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের কয়েকজন শীর্ষ নির্বাহী। তাদের মতে, যারা গণভোটের রায় নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের স্পষ্টভাবে জানানো উচিৎ-তারা জনগণের রায় মেনে নেবেন কি না। ব্রিফিংয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, মতবিনিময় সভায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট, জনজীবনের দুর্ভোগ, সন্ত্রাস এবং সংকীর্ণ দলীয়করণসহ দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি জনমত গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মত দিয়েছেন জামায়াত আমির। বিরোধীদলীয় নেতা গণমাধ্যমের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। একই সঙ্গে জামায়াতের কার্যক্রম নিয়ে কোনো ভালো পরামর্শ বা সমালোচনা থাকলে তা খোলামেলাভাবে জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গোলাম পরওয়ার বলেন, বৈঠকে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের শীর্ষ নির্বাহীরা তাদের খাতের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়ার তুলনায় ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে বেতন কাঠামো, ওয়েজ বোর্ড ও কর্মীদের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাঠামোগত সমস্যার কথা আলোচনা হয়েছে। এসব সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আলোচনা ও দাবি তুলে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন জামায়াত আমির। এ ক্ষেত্রে জামায়াত কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেছেন বলে জানান গোলাম পরওয়ার। তিনি আরও বলেন, বৈঠকে উপস্থিত গণমাধ্যম নির্বাহীরা বর্তমান সংসদে বিরোধীদল হিসেবে জামায়াতের ভূমিকা গঠনমূলক, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক বলে মত দিয়েছেন। জামায়াত আমির এসময় বলেন, দেশের ও জনগণের স্বার্থে সরকারের সব ভালো কাজে সংসদের ভেতরে ও বাইরে সহযোগিতা করবে জামায়াত। তবে জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দলটি অবস্থান নেবে এবং সেই অবস্থান হবে অহিংস, গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল।

## তারেক রহমানকে বন্দি করা

বন্দি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যেন আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। এটি কোনো ছোটখাটো বা কেবল দেশীয় ষড়যন্ত্র ছিল না, বরং দেশি-বিদেশি চক্রান্তের যৌথ বহিঃপ্রকাশ ছিল। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ১৯তম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানকে বন্দি করা ছিল এ যৌথ চক্রান্তেরই অংশ। উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরাম রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। রুহুল কবির রিজভী বলেন, জিয়াউর রহমানের যে কৃতিত্ব, সততা, নিষ্ঠা, উৎপাদন, উন্নয়ন, পররাষ্ট্রনীতি, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা এবং একটি জাতিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ঐতিহাসিক অর্জন, সেই সফলতার পতাকাই বহন করছেন তারেক রহমান। অতীতের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের দুর্ভিক্ষ, লুটপাট, সহিংসতা, বিরোধীদল দমন, রক্তপাত এবং পত্রিকা ও রাজনৈতিক দল বন্ধ করে মানুষকে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রের অবারিত দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, যেখানে মানুষ নির্ভয়ে কথা বলার ও মুক্তকণ্ঠে আওয়াজ তোলার স্বাধীনতা পায়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, আল্লাহ যার সহায় এবং জনগণ যার পাশে থাকে, কোনো চক্রান্ত তাদের পরাস্ত করতে পারে না। সেদিন তারেক রহমানের ওপর কেবল মানসিক বা কারাবন্দি করার অত্যাচারই চালানো হয়নি, তাকে শারীরিকভাবেও নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। সেই শারীরিক আঘাতের ক্ষত তিনি আজও বহন করে চলেছেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বের প্রশংসা করে রিজভী বলেন, ২০১৮ সাল থেকে তিনি গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে আসছেন। শেখ হাসিনার ভয়ঙ্কর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের দরজা খোলার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তৃণমূলের ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে গুম, হত্যা ও নির্যাতনের শিকার পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন। 'আমরা বিএনপি পরিবার' সংগঠনের মাধ্যমে কিংবা অঙ্গসংগঠনের মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে নিয়মিত সহানুভূতি ও সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানকে নিয়ে কত অপপ্রচার চালানো হয়েছে এবং এখনো চলছে। কিন্তু জনগণ দেখছে যে তিনি আজ প্রধানমন্ত্রী হয়ে দিনরাত শুধু ঘরে বসে বা ঘুমিয়ে থাকেননি। দেশের মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পূরণ করে যাচ্ছেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী এবং উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মীর হেলাল। এসময় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল ছাত্র ফোরামের নেতাকর্মীসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

## হুমকি মোকাবিলায় দেশেই

কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে দেশের আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং সাইবার হামলা ও নতুন বহুমাত্রিক হুমকি মোকাবিলায় দেশীয়ভাবে ড্রোন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও সংসদকে অবহিত করেন তিনি। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন সংসদ সদস্যের লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব তথ্য জানান। সংরক্ষিত নারী আসন-৪১ এর সংসদ সদস্য মাহফুজা হান্নানের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী দেশের সমগ্র আকাশসীমার নিরাপত্তা ও আকাশ প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অবকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিমান বাহিনীর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ঢাকা ও অন্যান্য শহরের আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা প্রস্তুত রাখা জরুরি। তিনি উল্লেখ করেন, পৃথক বিমানঘাঁটি ও রানওয়ে নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। বাংলাদেশের সীমিত ভূমি ও বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহারের কথা বিবেচনায় নিয়ে কেবল প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক রানওয়ে না বানিয়ে বিদ্যমান সুবিধার যথাযথ ব্যবহারকেই সরকার অধিক বাস্তবসম্মত মনে করছে। চট্টগ্রাম-১২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এনামুল হকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির কথা স্বীকার করলেও আবহাওয়া পূর্বাভাসে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে- এমন বক্তব্য সঠিক নয় বলে জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ৫ থেকে ১০ দিনের আগাম পূর্বাভাসসহ ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত ও অন্যান্য দুর্যোগের সতর্কবার্তা দিচ্ছে। পূর্বাভাস সক্ষমতা আরও আধুনিক ও নিখুঁত করতে পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, উন্নত ডেটা বিশ্লেষণ ও দক্ষ জনবল তৈরির চেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত আছে। সংরক্ষিত নারী আসন-২ এর সংসদ সদস্য শিরীন সুলতানা এবং সংরক্ষিত নারী আসন-১০ এর সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী মনির পৃথক দুই প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা আধুনিকায়ন ও বেসামরিক কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণের আইনি ভিত্তি তুলে ধরেন। শিরীন সুলতানের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, বহুমাত্রিক হুমকি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীর সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশীয়ভাবে ড্রোন উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং সমুদ্রে নজরদারি বাড়ানোর কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। নিলোফার চৌধুরী মনির প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেন যে, অসামরিক কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণের স্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

## ডিজিটাল তথ্যনির্ভর রাষ্ট্র গড়তে জন্ম-

গেলে দেশের প্রতিটি নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী একটি জনবান্ধব রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো নাগরিক যেন এই মৌলিক অধিকার ও সেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেন তিনি। একই সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তঃদাপ্তরিক সমন্বয় বৃদ্ধি ও ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির আহ্বান জানান প্রধান অতিথি। বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক মুর্শিদা শারমিন, বরিশাল স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক মো. আহসান হাবিব এবং ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিসের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর মো. নজরুল ইসলাম ও মো. মঈন উদ্দিন। এ সময় বরিশালের বিভাগীয় বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ সরাসরি উপস্থিত ছিলেন এবং বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি এই সেমিনারে যুক্ত হন। সেমিনারে মাঠপর্যায়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের গুণগত মান নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

## বন্দিদের পেট কেটে সিমেন্টের বস্তা

এলাকার বরফ মিলের সামনে এসে থামত। ঢাকা থেকে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় বন্দিদের সেখানে এনে ট্রলারে তোলা হতো। বন্দিদের নিয়ে যাওয়ার সময় র‍্যাব সদস্যরা রশি ও সিমেন্টের বস্তা সঙ্গে নিতেন। ট্রলারটি বলেশ্বর নদীর গভীরে যাওয়ার পর গতি কমিয়ে দেওয়া হতো। এরপর চোখ ও হাত বাঁধা বন্দিদের ট্রলারের ভেতর থেকে বের করে আনা হতো।' আব্বাস মল্লিকের দাবি, ট্রলারের দুই পাশে থাকা সাপোর্টের অংশে দুই র‍্যাব সদস্য বন্দিদের চেপে ধরে রাখতেন। পরে জিয়াউল আহসান এসে বন্দিদের মাথা, কান অথবা বুকে গুলি করতেন। এরপর মৃতদেহের গলা অথবা পায়ে সিমেন্টের বস্তা বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়া হতো। লাশ যেন পানিতে ভেসে না ওঠে, সে জন্য নদীতে ফেলার আগে পেট কেটে দেওয়া হতো। আব্বাস মল্লিক আরও জানান, বলেশ্বর নদীতে বন্দিদের হত্যার পর অন্য বন্দিদের নিয়ে সুন্দরবনের দিকে যাওয়া হতো। সেখানে তাদের নামিয়ে 'বন্দুকযুদ্ধের' নাটক সাজিয়ে হত্যা করা হতো। পরে সাংবাদিকদের ডেকে থানায় লাশ হস্তান্তর করা হতো। হত্যাকাণ্ড শেষে বরফ মিলে ফিরে এলে মাঝিদের খামে করে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হতো বলেও সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন তিনি। সাক্ষ্যে নিজের ছোট ভাই আলকাছ মল্লিকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাও তুলে ধরেন আব্বাস মল্লিক। তিনি জানান, আলকাছের দুটি ট্রলার ছিল এবং তিনি র‍্যাবের সঙ্গে কাজ করতেন। র‍্যাবের কথিত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আলকাছ স্থানীয় বাজারে আলোচনা করায় অন্য বোটের মালিকেরা তাকে সতর্ক করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, র?্যাব তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। আব্বাস মল্লিক জানান, ২০১১ সালের মাঝামাঝি একদিন দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়ি থেকে বের হন আলকাছ। এর আগে,র‍্যাব থেকে ফোন করে তাকে জানানো হয়, জিয়া স্যার তাকে বটতলা-মানিকখালীতে ডেকেছেন। ওই দিন সন্ধ্যার পর থেকেই আলকাছের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভাইকে খুঁজতে খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল ও ঢাকার র‍্যাব কার্যালয়ে ঘুরেছেন বলেও ট্রাইব্যুনালকে জানান আব্বাস। তার দাবি, পাথরঘাটা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে গেলেও পুলিশ সেখানে জিয়াউল আহসান ও র?্যাবের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়নি। সাক্ষ্যের শেষ পর্যায়ে কাঠগড়ায় থাকা সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানকে সরাসরি শনাক্ত করেন আব্বাস মল্লিক।

## লিটারে সয়াবিন তেলের

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেলের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। এসব কারণ দেখিয়ে আমদানিকারকরা দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের দাবি ছিল আরও বেশি দাম বাড়ানোর। তবে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ ছিল লিটারে ১০ টাকা বাড়ানোর। বাণিজ্য সচিব বলেন, বাজারে বর্তমানে ভোজ্যতেলের কোনো সংকট নেই। পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সরকার দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রমজানের আগে ভোজ্যতেলের দাম আবার বাড়ানো হবে কি না–এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সেটা তখনকার বাজার পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।' নতুন বেতন কাঠামো অনুমোদনের পাশাপাশি সম্প্রতি চিনির দাম বাড়ার পর এবার ভোজ্যতেলের দাম বাড়ানোয় মূল্যস্ফীতিতে এর প্রভাব পড়বে কি না–জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব বলেন, 'কিছুটা প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিচ্ছে।'

## আ. লীগ দেশের অর্থনীতির কোমর

বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন,ভোলা-বরিশাল সেতু ভোলার প্রত্যেকটা মানুষই চান, প্রত্যেকটি মানুষ আন্দোলন করছে এবং সেতুর জন্য আমরা সবাই কাজ করছি। সেতুর বিষয়টি সরকার তার নিজস্ব অবস্থান থেকে দেখছে এবং মহাসড়কের বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করছে। এ ছাড়া এসব বিষয়ে তিনি ভোলাবাসীকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন,আমরা সবাই ভোলার উন্নয়ন চাই। ভোলা-বরিশাল সেতু নিয়ে সংসদে বক্তব্য দিয়েছি, ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায়। ভোলায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যায়ে মেডিকেল কলেজ হবে এবং নদী ভাঙনরোধে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং রাস্তা সংস্কারের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ। বিজেপি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ বলেন, গত ছয় মাসে আপনারা আমাকে দেখেছেন, আমি এমপি হিসেবে ছিলাম, এক টাকা দুর্নীতির নামও আপনারা শোনেননি। কোনো মিথ্যা মামলা, হয়রানি, চাঁদাবাজি হয়নি। ইনশাআল্লাহ আমি এতটুকু কথা দিই, কোনো চোর-সন্ত্রাসী আমার দলের না। আমার দল ব্যবহার করে কেউ যদি ডাকাতি করে, সন্ত্রাসী করে, চুরি করে তাহলে আমার একটাই কথা- কোনো সন্ত্রাসী, কমিশন, এগুলো আমার রক্তে ও বংশে নাই। আমি জানি, ভোলার মানুষ পাশে ছিলেন আর আল্লাহ চেয়েছেন, তাই আমি এমপি হয়েছি। এর আগে সকালে ঢাকা থেকে সড়কপথে বরিশাল নদী বন্দরে যান তথ্যমন্ত্রী। এরপর সেখান থেকে স্পিডবোট যোগে দুপুরে ভোলা সদর উপজেলার খেয়াঘাট লঞ্চঘাটে যান। এ সময় সেখানে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ভোলার জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ কাওছার। এ ছাড়া ভোলা জেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম নবী আলমগীর, সদস্য সচিব রাইসুল আলম, ভোলা জেলা বিজেপি সভাপতি আমিনুল ইসলাম রতন, সাধারণ সম্পাদক মোতাছিন বিল্লাহ প্রমুখ। এ ছাড়া বিএনপি ও বিজেপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

## কলাপাড়ায় হাসপাতালে নার্সের

পরে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। মঙ্গলবার সকালে নবজাতকের চোখ হলদে হয়ে যাওয়ায় ফটোথেরাপি দেওয়ার জন্য এক নার্স তাকে থেরাপি কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর নবজাতকটি উচ্চস্বরে কান্না শুরু করে। পরে এক্স-রে করানো হলে তার পা ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন স্বজনেরা। রেজাউল-জান্নাতি দম্পতির অভিযোগ, হাসপাতালের ওই নার্সের অবহেলার কারণেই নবজাতকের পা ভেঙেছে। তবে তাঁরা অভিযুক্ত নার্সের নাম জানাতে পারেননি। ম্যাক্স হাসপাতালের মালিকানার অংশীদার নাহিদ জানান, নবজাতকের পা কীভাবে ভেঙেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে আহত শিশুটির উন্নত চিকিৎসার ব্যয়ভার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহন করবে। কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তেনমং বলেন, 'এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

## পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব নগরী গড়তে

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিসিসির প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান বলেন, একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব নগরী গড়ে তুলতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের পাশাপাশি নগরবাসীর সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি জরুরি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষায় আমরা নাগরিক সমাজ ও সনাক-টিআইবির দেয়া গঠনমূলক পরামর্শগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব এবং একটি তিলোত্তমা বরিশাল গড়তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সভায় সনাক ও টিআইবি প্রতিনিধিরা পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আরও বেগবান করা, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা নিশ্চিত করা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের মাধ্যমে টেকসই নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য বিসিসি কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। সভায় বিসিসির কর্মকর্তাদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আবুল বাশার এবং প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট শাহ আমিনুল ইসলাম আমিনসহ পরিচ্ছন্নতা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ। নাগরিক সমাজের পক্ষে বক্তব্য প্রদান ও উপস্থিত ছিলেন সনাক-টিআইবির সদস্য জীবন কৃষ্ণ দে, সনাক-টিআইবির সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ (অব.) গাজী জাহিদ হোসেন এবং সাবেক সভাপতি অধ্যাপক (অব.) শাহ সাজেদা। এছাড়া টিআইবির প্রতিনিধিবৃন্দ ও স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা উপস্থিত থেকে নগরীর সার্বিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

## দুই দেশের জনগণের স্বার্থ

হাইকমিশিনার। দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, দুই দেশের সংসদ কীভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে পারে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে পারে, তা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আর এটিই ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের মূল সৌন্দর্য। এ সময় বর্তমান স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের রাজনৈতিক ও ক্রীড়াক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। এর আগে স্পিকারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, রোহিঙ্গা পুনর্বাসন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় হয়। বৈঠকে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছিল। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে ফের গণতন্ত্রের পথ সুগম হয়েছে। স্পিকার উল্লেখ করেন, আগে কেবল সরকারকেন্দ্রিক সম্পর্ক থাকলেও এখন থেকে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান রেখে 'জনগণকেন্দ্রিক' সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। স্পিকারের বক্তব্যের জবাবে হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীও সমর্থন প্রকাশ করে বলেন, ভারত সরকার দুই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক নির্মাণেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

## ১০০ টাকার ঋণে

খেলাপি ঋণ কমানোই বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, ব্যাংকিং খাতের বর্তমান সমস্যাগুলোর মধ্যে খেলাপি ঋণই অন্যতম বড় সমস্যা। এটি কমাতে না পারলে ব্যাংকিং খাতকে টেকসইভাবে ঘুরে দাঁড় করানো কঠিন। তিনি বলেন, বর্তমান গভর্নর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই খেলাপি ঋণ কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ঋণ পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন এবং বিশেষ এক্সিট পলিসির আওতায় ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এসব উদ্যোগের লক্ষ্য হলো সম্ভাবনাময় কিন্তু সমস্যাগ্রস্ত ঋণগুলোকে একটি কাঠামোর মধ্যে এনে আদায়যোগ্য করা এবং ব্যাংকগুলোর আর্থিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনা। আরিফ হোসেন খান বলেন, খেলাপি ঋণ কমানো শুধু ব্যাংকগুলোর জন্য নয়, পুরো আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন নীতিগত সুবিধা দেওয়ার পরও খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পেছনে অতীতের অনিয়ম ও ঋণের প্রকৃত মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবর্তনকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুনে ব্যাংক খাতে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। ২০২৫ সালের জুন শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে শ্রেণিকৃত ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ১৯ হাজার ৩৭ কোটি টাকা; যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে অনিয়মের মাধ্যমে নাম-বেনামে বিতরণ করা অনেক ঋণ এখন নিয়ম অনুযায়ী খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। পাশাপাশি ঋণ খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কারণেও শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। যেসব ঋণ বারবার নবায়ন করা হয়েছে, সেগুলোর অনেকগুলোও আদায় হচ্ছে না। অনিয়মের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণ চিহ্নিত হওয়ার ফলে প্রকৃত খেলাপি ঋণের চিত্রও সামনে আসছে।

## ৬ হাজার ৮৮৮ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপের পানি পান না করার নির্দেশ

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

দেশের ৬ হাজার ৮৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক, আয়রন ও ক্লোরাইডের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এসব বিদ্যালয়ের নলকূপের পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার না করতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মিরাজুল ইসলাম উকিলের সই করা এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। চিঠিটি দেশের সব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়, পিইডিপি-ফোর, জিপিএস, এনএনজিপিএস প্রকল্পের আওতায় আগে পানি পরীক্ষা করা হয়েছে- এমন বিদ্যালয়গুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৪৭ হাজার ৩৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানির উৎস পরীক্ষা করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ৪০ হাজার ৪৮১টি বিদ্যালয়ের পানি নিরাপদ সুপেয় পানি হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে, ৬ হাজার ৮৮৮টি বিদ্যালয়ের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক, আয়রন ও ক্লোরাইডের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় এসব বিদ্যালয়ের নলকূপের পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। চিঠিতে আরও বলা হয়, পানি পরীক্ষার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিরাপদ সুপেয় পানি হিসেবে গ্রহণযোগ্য ৪০ হাজার ৪৮১টি বিদ্যালয় এবং পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক, আয়রন ও ক্লোরাইড পাওয়া ৬ হাজার ৮৮৮টি বিদ্যালয়ের পৃথক তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৩ আগস্টের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

## আরও চড়া দামে এলএনজি কিনছে সরকার

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

আরও চড়া দামে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কিনতে যাচ্ছেন সরকার। এবার প্রতি এমএমবিটিইউ (মেট্রিক মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট) ২৮ মার্কিন ডলারের ওপরে এলএনজি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এই এলএনজি কেনার অনুমোদন দিয়েছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে গত ২৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রতি এমএমবিটিইউ ২৪ দশমিক ৬৩ মার্কিন ডলারে এলএনজি কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়। তার এক সপ্তাহ আগে প্রতি এমএমবিটিইউ ২৩ দশমিক ৯৩ মার্কিন ডলারে এলএনজি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অথচ গত বছরের ডিসেম্বরেও প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজি সাড়ে ১০ ডলারে নিচে কিনতে পেরেছিলো সরকার। অর্থাৎ কয়েক মাসের ব্যবধানে এলএনজি'র দাম বেড়ে প্রায় তিনগুণ হয়ে গেছে। জানা গেছে, এখন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রস্তাব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক কোটেশন সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে তিন কার্গো এলএনজি কেনা হবে। এর মধ্যে ২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বরের জন্য ৪৯তম কার্গো, ১ থেকে ২ অক্টোবরের জন্য ৫০তম কার্গো এবং ৫ থেকে ৬ অক্টোবরের জন্য ৫১তম কার্গো কেনার প্রস্তাব রয়েছে। তিন কার্গোর জন্য পৃথক তিনটি প্রতিষ্ঠানের দর সুপারিশ করা হয়েছে। ৪৯তম কার্গোর জন্য আরামকো ট্রেডিং সিঙ্গাপুরের দর প্রতি এমএমবিটিইউ ২৭ দশমিক ৫৪ মার্কিন ডলার। ৫০তম কার্গোর জন্য বিপি সিঙ্গাপুরের দর প্রতি এমএমবিটিইউ ২৮ দশমিক ০৩ মার্কিন ডলার। আর ৫১তম কার্গোর জন্য ভিটল এশিয়া পিটিই লিমিটেড, সিঙ্গাপুরের দর প্রতি এমএমবিটিইউ ২৬ দশমিক ৬৬৮৮ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, জিটুজি ভিত্তিতে আরামকো ট্রেডিং সিঙ্গাপুর ও পেট্রোবাংলার মধ্যে স্বাক্ষরিত স্বল্পমেয়াদি এলএনজি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত পরিমাণ হিসেবে আরও এক কার্গো এলএনজি কেনার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ কার্গোটি ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে কেনার প্রস্তাব করা হয়েছে। আরামকো ট্রেডিং সিঙ্গাপুর থেকে প্রতি এমএমবিটিইউ ২৩ দশমিক ৯৮ মার্কিন ডলার দরে এ এলএনজি কেনা হবে। বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উত্থাপিত উভয় প্রস্তাবই অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

## যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি

আব্দুল মান্নান জুয়েল (৩৫) বানারীপাড়া উপজেলার ইলুহার গ্রামের আব্দুল হক মিয়ার ছেলে। মো. শাহরিয়ার রিফাত অভি বলেন, মান্নান জুয়েলের বিরুদ্ধে শিশু ধর্ষণেন অভিযোগে ২০১২ সালে বরিশালের বানারীপাড়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়। ওই মামলায় জুয়েলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন আদালত। তিনি আরও বলেন, তবে রায় ঘোষণার সময় আসামি পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। পরোয়ানা তামিলকারী বানারীপাড়া থানার কর্মকর্তা আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য র‍্যাব-৮ অধিনায়ক বরাবর একটি অধিযাচনপত্র প্রেরণ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাব-৮ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় চট্টগ্রাম মহানগরীর পাহাড়তলী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ১ সেপ্টেম্বর রাতেই পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জুয়েলকে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

## রাজাপুরে ইউনিয়নে বিএনপির

বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হক নান্টু, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব সৈয়দ নাজমুল হাসান, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মো. রফিকুল ইসলাম মৃধা, যুবদল দুবাই শাখার সভাপতি মো. মাহমুদুল হাসান ফেরদৌসসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বড়ইয়া ইউনিয়নের বিএনপির সভাপতি শাহ মোহাম্মদ ফারুখ। বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল।

## বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত

গুরুতর আহত তবে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুযোগ থাকা ৮ জনকে ১ লাখ টাকা করে এবং চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করা ৬ জনকে ৩ লাখ টাকা করে মোট ২৭টি পরিবারকে ৬৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। চেক বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার বলেন, স্বজন হারানোর শূন্যতা বা শারীরিক ক্ষতির বেদনা কোনো অর্থ দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে সরকার যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে রয়েছে, এই সহায়তার মাধ্যমে সেই বার্তাই দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে সবাইকে অতিরিক্ত সতর্ক হওয়ার এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান।

## ভূমিহীনদের খাস জমি বন্দোবস্তের

ও বরিশাল জেলা সমন্বয়কারী দেওয়ান আবদুর রশিদ নীলু। তিনি বলেন, ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল অনুযায়ী সরকারি খাস জমির প্রকৃত অধিকার ভূমিহীন জনগণের। অথচ প্রকৃত ভূমিহীনদের বাদ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নামে-বেনামে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কাছে এসব জমি বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দেওয়ান আবদুর রশিদ নীলু বলেন, ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। অবিলম্বে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। বক্তারা বলেন, খাস জমির তথ্য সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হলে জমি বরাদ্দে অনিয়ম ও প্রভাবশালীদের দখলের সুযোগ অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। এ ছাড়া চরাঞ্চলের জমি ও জলাশয় ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষক ও মৎস্যজীবীদের অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। নদীভাঙন ও উচ্ছেদের কারণে যারা বসতভিটা হারিয়ে গৃহহীন হয়েছেন, তাদের দ্রুত খাস জমিতে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান বক্তারা। তাদের মতে, এসব পরিবারের জন্য স্থায়ী আবাসন কিংবা গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় ভূমি অফিসগুলোতে ঘুষ-দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাবেশে গণসংহতি আন্দোলন বরিশাল জেলার সহনির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হোসেন মারুফ, অর্থ সম্পাদক ইয়াসমিন সুলতানা, সদস্য রুমা আক্তার ও শ্যামলী আক্তার উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যায়। সেখানে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

## রাজাপুরে একই ভবনের দুই বাসায়

তলার ভাড়াটিয়া। তিনি পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার উলানিয়া গ্রামের মো. মোসলেম মোল্লার মেয়ে। নওরীন ও তাঁর স্বামী মো. শাহিন হোসেন (২৯) স্থানীয় সোহাগ জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত। পুলিশ ও ভবনের মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘটনার সময় নওরীনের স্বামী নাইট শিফটে কর্মস্থলে ছিলেন। তাঁর শাশুড়িও বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ায় নওরীন একাই বাসায় ছিলেন। রাতের কোনো একসময় চোর রান্নাঘরের অ্যাডজাস্ট ফ্যান লাগানোর ফাঁকা জায়গা দিয়ে বাসায় প্রবেশ করে। চোরের উপস্থিতি টের পেয়ে নওরীন চিৎকার করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় চোর ভেতর থেকে ঘরের দরজা আটকে দেয়। একপর্যায়ে রান্নাঘরে থাকা সবজি কাটার চাকু দিয়ে নওরীনের মুখমণ্ডল, হাত ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে তাকে রক্তাক্ত জখম করে। পরে তাকে একটি কক্ষে আটকে রেখে বাসা থেকে নয় আনা ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে একই পথ দিয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে একই ভবনের তৃতীয় তলায় বসবাসকারী মাদ্রাসাশিক্ষক মনোজের বাসার দরজাও খোলা পাওয়া যায়। তবে দরজা কীভাবে খোলা হয়েছে, চোর ওই বাসায় প্রবেশ করেছিল কি না কিংবা সেখান থেকে কোনো মালামাল খোয়া গেছে কি না–এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আহত অবস্থায় নওরীন মোবাইল ফোনে তাঁর স্বামীকে বিষয়টি জানান। পরে তাঁর স্বামী ৯৯৯-এ ফোন করলে রাজাপুর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে। বাড়ির মালিক ও অন্য ভাড়াটিয়াদের সহায়তায় দরজা ভেঙে নওরীনকে উদ্ধার করা হয়। রাত পৌনে ৪টার দিকে তাকে সোহাগ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তাঁর ডান হাতে পাঁচটি এবং ডান পায়ে তিনটি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাজাপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সুজন বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।

## বরিশালে রোপা আমন ও আউশ

হেক্টর জমিতে শাক-সবজির আবাদ হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বরিশালের ১০টি উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় এ বছর ৩ হাজার ১৭ হেক্টর জমিতে আউশের আবাদ হয়েছে। এরমধ্যে উফশী জাতের আউশ ২ হাজার ৫০৩ হেক্টর এবং স্থানীয় জাতের আউশ ৫১৪ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে। উপজেলাভিত্তিক হিসাবে বরিশাল সদর উপজেলায় ১৪২ হেক্টর, বাবুগঞ্জে ৩৫ হেক্টর, উজিরপুরে ৩০ হেক্টর, বাকেরগঞ্জে ৫৮৮ হেক্টর, গৌরনদীতে ২১০ হেক্টর, আগৈলঝাড়ায় ৬৫ হেক্টর, মুলাদীতে ২২৮ হেক্টর, হিজলায় ৫২৫ হেক্টর, মেহেন্দিগঞ্জে ১ হাজার ১৫৫ হেক্টর এবং বানারীপাড়ায় ৩৮ হেক্টর জমিতে উফশী জাতের আউশের আবাদ হয়েছে। এছাড়া মেট্রোপলিটন এলাকায় এক হেক্টর জমিতে এ জাতের আউশ আবাদ হয়েছে। কৃষি কর্মকর্তারা জানান, উফশী জাতের ধানে প্রতি হেক্টরে গড়ে আড়াই মেট্রিক টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। অন্যদিকে স্থানীয় জাতের ধানে ফলন হয় গড়ে দেড় মেট্রিক টন। তুলনামূলক বেশি ফলন ও বাজারমূল্যের কারণে কৃষকদের মধ্যে উফশী জাতের ধান চাষে আগ্রহ বাড়ছে। বরিশালের চরমোনাই এলাকার কৃষক জব্বার হাওলাদার বলেন, ‘উফশী জাতের ধানের ফলন বেশি হওয়ায় গত বছরের তুলনায় আমনের আবাদ বেশি করেছি। ফলন ভালো হলে কৃষকরা লাভবান হতে পারবেন।’ সাহেবেরহাট এলাকার কৃষক এনায়েত হোসেন বলেন, উফশী জাতের ধানের ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে এ জাতের ধান চাষের আগ্রহ বাড়ছে। সময়মতো সার, বীজ ও সেচ সুবিধা পাওয়া গেলে উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। বরিশাল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মরিয়ম বাসস’কে বলেন,এ বছর ৬৬ হাজার ৩৪০ হেক্টর উফশী ও ৫৮ হাজার ৮৬০ হেক্টর স্থানীয় জাতের আমন চাষে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬২ হাজার ১৮৭ হেক্টর ও ৫৫ হাজার ৬শ’ হেক্টর জমিতে আবাদ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। উফশী জাতের ধানের ফলন তুলনামূলক বেশি হওয়ায় কৃষকরা এ জাতের ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা আশা করছেন, অনুকূল আবহাওয়া ও রোগবালাইয়ের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে থাকলে চলতি মৌসুমে বরিশালে আমন ও আউশের উৎপাদন আরও বাড়বে।

## ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করতে ৪৪৫ কোটি

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এসব ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ২ কোটি লিটার পরিশোধিত পাম অলিন কেনা হবে। প্রতি লিটার ১৮৩ টাকা ৮৫ পয়সা দরে এ তেল কিনতে মোট ব্যয় হবে ৩৬৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা। পরিবহন খরচসহ টিসিবির গুদাম পর্যন্ত তেল সরবরাহ করবে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান শবনম ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা। টিসিবির কার্ডধারী এক কোটি নিম্ন আয়ের পরিবারের কাছে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে এ তেল কেনা হচ্ছে। ক্রয়ের অর্থের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের পাল্টা নিশ্চয়তা রয়েছে। জানা গেছে, ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে টিসিবির ভোজ্যতেল কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২২ কোটি লিটার। এরই মধ্যে ৮৪ লাখ ১ হাজার ৮০২ লিটার ভোজ্যতেল কেনা হয়েছে। অন্যদিকে একই বৈঠকে ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার প্রস্তাবও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতি কেজি ৭৭ টাকা ৯০ পয়সা দরে এ ডাল কিনতে মোট ব্যয় হবে ৭৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা। স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে মসুর ডাল কেনার জন্য চারটি দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। সবগুলো দরপ্রস্তাবই কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। যাচাই-বাছাই শেষে সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য দরদাতা প্রতিষ্ঠান বঙ্গ মিলার্স লিমিটেডের কাছ থেকে পরিবহন খরচসহ টিসিবির গুদাম পর্যন্ত ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে টিসিবির মসুর ডাল কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন। এরই মধ্যে ৮ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনা হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে টিসিবির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য ভর্তুকি মূল্যে ভোজ্যতেল ও মসুর ডাল সরবরাহের কার্যক্রমে নতুন করে মজুত যুক্ত হবে।

## হরমুজ প্রণালি খুললে বাংলাদেশি জাহাজ

প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি। এ সময় রাষ্ট্রদূতের কাছে এ অনুরোধ করেছেন প্রতিমন্ত্রী। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, হরমুজ প্রণালি খোলা রাখাটা কেবল একটি পক্ষের ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে নানা জটিল বিষয় জড়িত এবং এই সংঘাতে একাধিক পক্ষ বা শক্তি যুক্ত রয়েছে। তাই এমন নয় যে, কোনো একটি পক্ষকে একক কর্তৃপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে, যারা এটি খোলা বা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেবে। এ কারণেই আমরা উত্তেজনা প্রশমনের একটি যথাযথ কাঠামোর আওতায় কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছি। আটকা পড়া বাংলাদেশি জাহাজ এবং জ্বালানিবাহী নৌযানগুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার বিষয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, বিষয়টি কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাহাজই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা জানিয়েছি যে, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমাদের পণ্যবাহী জাহাজ ও কন্টেইনারগুলোর চলাচলের ক্ষেত্রে দ্রুত ও অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি বলেন, আমরা আরও অনুরোধ জানিয়েছি যে, পরিস্থিতি শান্ত ও উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর আটকে পড়া বাংলাদেশের কার্গো কন্টেইনারগুলোর সময়মতো চলাচলের বিষয়টি যেন অগ্রাধিকার পায়। ইরানের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে আমরা আশা করছি যে, তারা আমাদের এই অনুরোধটিকে ইতিবাচক ও অনুকূল দৃষ্টিতে দেখবে। বৈঠকটি অত্যন্ত ভালো ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সংঘাতের বিষয়ে। আমরা উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছি। সংঘাতের উত্তেজনা কমানোর প্রচেষ্টা চালানোই সবসময় আমাদের ধারাবাহিক কূটনৈতিক অবস্থান। আপনারা জানেন, মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী রয়েছেন– বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রায় ৮০ লাখ মানুষ ওই অঞ্চলে কর্মরত। তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, কূটনৈতিকভাবে আমরা সব পক্ষকে সংলাপে বসা, কূটনৈতিক উপায়ে সমস্যা সমাধান এবং এই সংঘাতের একটি স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছি। মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়গুলোতে– বিশেষ করে ওইসব দেশে অবস্থানরত আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা যৌথভাবে কাজ করে যাব। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এ ছাড়া, মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা– বিশেষ করে হুথিদের সৃষ্ট নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৌদি আরবকে সহায়তার লক্ষ্যে আমাদের দীর্ঘদিনের সামুদ্রিক সহযোগিতা নিয়ে আমরা মতবিনিময় করেছি। এই সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সৌদি আরব হলো পবিত্র দুই মসজিদের রক্ষক। এ বিষয়ে ইরান আমাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে বোঝে। বাংলাদেশ ইরানের বিরুদ্ধে কোনো আগ্রাসনের পক্ষে নয় জানিয়ে হুমায়ুন কবির বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আগ্রাসন বা আক্রমণকে আমরা সমর্থন করি না, তাতে অংশও নিই না এবং এমন কোনো পদক্ষেপের আহ্বানও জানাই না। আমাদের ভূমিকা কেবল হুথিদের সৃষ্ট নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সৌদি আরবকে সহায়তা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

## নারীর সঙ্গে আপত্তিকর

করা হয়েছে। একই সঙ্গে মঠবাড়িয়া পৌরসভা বিএনপি ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতাকর্মীদের তার সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মেহেদী হাসান মামুনের সঙ্গে এক নারীর আপত্তিকর অবস্থার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। এ বিষয়ে মঠবাড়িয়া পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান মিজান বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের নাম ব্যবহার করে কেউ শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড করতে পারবেন না। তার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে নানা অভিযোগ উঠায় সাংগঠনিকভাবে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে মেহেদী হাসান মামুনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও বহিষ্কারের বিষয়ে তার বক্তব্য জানতে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

## চাঞ্চল্যকর ফোরকান হত্যা

হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ৫ আগস্ট সকালে বরগুনা সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের পোটকাখালী এলাকায় পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শ্বশুর ও চাচা শ্বশুরের পরিবারের মধ্যে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে মো. ফোরকান নিহত হন। এ ঘটনায় তার স্ত্রী জান্নাতিসহ আরও পাঁচজন আহত হন। ফোরকান হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে এর আগে বরগুনা শহরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয়রা। বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসনাইন বলেন, চাঞ্চল্যকর ফোরকান হত্যা মামলায় অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের আদালতের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হবে। জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করছে পুলিশ।

## বরগুনায় বাসে অভিযান

একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে তার সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়। আটক ইব্রাহিম খলিল বরগুনা সদর উপজেলার বদরখালী ইউনিয়নের ফুলতলা গ্রামের ছত্তার বয়াতীর ছেলে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, কয়েক দিন ধরে ইব্রাহিম খলিলের গতিবিধি নজরদারিতে ছিল। মঙ্গলবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কর্মকর্তারা জানতে পারেন, তিনি ঢাকা থেকে ইয়াবার একটি চালান নিয়ে বরগুনার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। পরে তাকে আটকের জন্য বরগুনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নেন অধিদপ্তরের সদস্যরা। বাসটি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে তল্লাশির একপর্যায়ে ইব্রাহিম খলিলকে শনাক্ত করে তার ব্যাগ পরীক্ষা করা হয়। ব্যাগে থাকা কয়েকটি চিপসের প্যাকেটের মধ্যে একটি প্যাকেট অস্বাভাবিক ভারী ও শক্ত মনে হলে সেটি খুলে দেখা হয়। পরে ওই প্যাকেট থেকে পাঁচটি ছোট প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। গণনা শেষে প্রতিটি প্যাকেটে ২০০টি করে মোট এক হাজার পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইব্রাহিম খলিল ইয়াবা বহনের কথা স্বীকার করেছেন। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াবা সংগ্রহ করে বরগুনায় বিক্রির সঙ্গে তিনি জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। বরগুনা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. হামিমুর রশীদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ইব্রাহিম খলিলকে এক হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়েছে। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য তিন লাখ টাকা। তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাদাৎ হাসনাইন পারভেজ জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা ইব্রাহিম নামের এক ব্যক্তিকে ইয়াবাসহ থানায় নিয়ে এসেছেন। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর বুধবার তাকে বরগুনার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হবে।

## বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃবিভাগ

উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মামুন অর রশিদ। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ক্রীড়া চর্চায় উৎসাহ দান এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও দলগত চেতনা বৃদ্ধিতে এ ধরনের আন্তঃবিভাগীয় প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার পথ খুঁজে পায়। উপাচার্য আরো যোগ করেন, ক্রীড়া কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে তাদের মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা অফিসের পরিচালক মো. সিরাজিস সাদিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, বরিশালের কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন এস এম আতিকুর রহমান (জি), এনইউপি, পিএসসি, বিএন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী, শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিত আন্তঃবিভাগীয় ক্রীড়া কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। প্রতিযোগিতার খেলা শেষে বিজয়ী সাঁতারুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশেষ অতিথি ক্যাপ্টেন এস এম আতিকুর রহমান।

## ১২ কেজি এলপিজির

দাম ২ হাজার ১১৪ টাকা, ১৮ কেজির দাম ২ হাজার ৩৭৮ টাকা, ২০ কেজির দাম ২ হাজার ৬৪২ টাকা, ২২ কেজির দাম ২ হাজার ৯০৭ টাকা, ২৫ কেজির দাম ৩ হাজার ৩০৩ টাকা, ৩০ কেজির দাম ৩ হাজার ৯৬৪ টাকা, ৩৩ কেজির দাম ৪ হাজার ৩৬০ টাকা,৩৫ কেজির দাম ৪ হাজার ৬২৪ টাকা, ৪৫ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫ হাজার ৯৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, নতুন দাম বুধবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে কার্যকর হবে। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন এই দাম বহাল থাকবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে এলপিজি ও অটোগ্যাসের নতুন দাম নির্ধারণ করে থাকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।

## আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লুট হওয়া

একটি পিস্তল আছে- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় বসতঘর থেকে পিস্তলসহ তাকে আটক করা হয়। এসআই রাকিব বলেন, জব্দ করা অস্ত্রটি চায়না টাইপ ৫৪ পিস্তল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে, এটি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে লুট হয়। এর নম্বর পুলিশ সদর দপ্তরে পাঠানো হবে। যদি লুট হওয়া পিস্তল হয় তবে কোন টিম থেকে লুট হয়েছে তখন তাও নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় নাহিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তাকে আদালতে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড আবেদন করা হবে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

## বোরহানউদ্দিনে সাজাপ্রাপ্ত

নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) ধারার সারণি ১০(ক) অনুযায়ী এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাকে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাজা হওয়ার পর দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন তিনি। গ্রেপ্তার ইসমাইল উপজেলার চকঢোষ ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তার বাবার নাম মো. আবুল বাশার। তার বিরুদ্ধে থানায় একটি সাজা পরোয়ানা মুলতবি ছিল। বুধবার ভোলা জেলা পুলিশ মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রেপ্তার আসামিকে আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

## গলাচিপা ও কাঁঠালিয়ায়

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার জন্য রওনা হন তারা। তবে হাসপাতালে পৌঁছার আগেই পথিমধ্যে তপন শিকারীর মৃত্যু হয়। এদিকে ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় ধানের চারা রোপণের সময় বজ্রপাতে মো. দেলোয়ার হোসেন খান নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টা দিকে দিকে উপজেলার চেঁচরী রামপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ চেঁচরী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দেলোয়ার হোসেন (৪২) ওই গ্রামের মো. হারুন খানের ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে নিজের জমিতে ধানের চারা রোপণ করছিলেন দেলোয়ার। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি জমিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি। চেঁচরী রামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. শাহিন খান বলেন, মাঠে কাজ করার সময় আকস্মিক বজ্রপাতে দেলোয়ারের মৃত্যু হয়েছে। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কাঁঠালিয়া থানার ওসি (তদন্ত) হারান চন্দ্র পাল বলেন, বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ দাফনের জন্য স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

## ঘুরছিলেন হাতে রশি নিয়ে

না। পরে ধারদেনা করে বাড়ির সামনে একটি ছোট চায়ের দোকান দেন। তবে দোকান থেকেও সংসারের অভাব দূর হয়নি। নিহতের মেয়ে জামাই আবীর হোসেন বলেন, মঙ্গলবার আমার শ্বশুরকে হাতে রশি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। প্রতিদিনের মতো রাতে তিনি নিজের চা দোকানে ঘুমাতে যান। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় তাকে ডাকতে গেলে দোকানের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, গলায় রশি পেঁচানো অবস্থায় ঝুলে আছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মো. হারুন বলেন, আবুল মল্লিক অত্যন্ত অসহায় ছিলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পাশাপাশি সংসারে অভাব থাকায় তার স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় ভিক্ষা করে সংসার চালাতে হয়েছে। তাকে হাতে রশি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। নেছারাবাদ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সঞ্জয় মজুমদার বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তদন্ত করে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জেনে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে বিনামূল্যের পাঠ্যবই কিনতে ৭৩৯ কোটি টাকা অনুমোদন

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

২০২৭ শিক্ষাবর্ষে অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহে মোট ৭৩৯ কোটি ১৩ লাখ ২৩ হাজার ১৩৯ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণির বইয়ের জন্য ২৪৪ কোটি ২১ লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৯ টাকা এবং নবম শ্রেণির বইয়ের জন্য ৪৯৪ কোটি ৯১ লাখ ৬৫ হাজার ৩৮০ টাকা ব্যয় হবে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এসব ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের অষ্টম শ্রেণির মাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ, দাখিল ও কারিগরি স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের দর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এ জন্য মোট ১০০টি দরপত্রের মাধ্যমে ৩ কোটি ৯৩ লাখ ৭৩ হাজার ৫১৫টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের পর মোট ১৫৪টি দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। এর মধ্যে ১৩৪টি দরপ্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১০০টি দরপত্রের মধ্যে ৯৮টির বিপরীতে সুপারিশ করা গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বই কেনার সুপারিশ করে। সুপারিশ অনুযায়ী ৩ কোটি ৮৬ লাখ ৬১ হাজার ৩৮৩টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহে ব্যয় হবে ২৪৪ কোটি ২১ লাখ ৫৭ হাজার ৭৫৯ টাকা। অর্থাৎ প্রতি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, কাগজসহ বাঁধাই ও সরবরাহে গড়ে ব্যয় হবে ৬৩ টাকা ১৭ পয়সা। এ ক্রয় প্রস্তাবে ৯২টি লটে প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতাকে এবং ৬টি লটে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাকে সুপারিশ করা হয়েছে। বাকি ২টি লটের জন্য পুনঃদরপত্র আহ্বানের সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে, একই বৈঠকে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের নবম শ্রেণির মাধ্যমিকের বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ, দাখিল ও কারিগরি স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের ক্রয় প্রস্তাবও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রস্তাবের আওতায় মোট ২১৫টি দরপত্রের মাধ্যমে ৫ কোটি ২০ লাখ ৫০ হাজার ৪৪৬ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ১৩০টি প্রতিষ্ঠানকে সুপারিশ করা হয়েছে। এ কাজে মোট ক্রয়মূল্য ধরা হয়েছে ৪৯৪ কোটি ৯১ লাখ ৬৫ হাজার ৩৮০ টাকা। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দিতে সরকারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এসব বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ করা হবে।

## ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১১১০

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ১১০ জন। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট ১০৭ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে শুধু আগস্ট মাসেই মারা গেছেন ৪৩ জন। এছাড়া সেপ্টেম্বরে গত ২ দিনে ১০ জন, জুলাইয়ে ৩৬ জন, জুনে ১৩ জন, মে মাসে একজন এবং জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুজন করে ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত বুলেটিনে জানানো হয়, মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ১১০ জন ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮ হাজার ২৮০ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ১ হাজার ৪৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৫ হাজার ৪৩৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগে, ৪৪০ জন, খুলনা বিভাগে ১৯০ জন, বরিশালে ১১০, চট্টগ্রামে ১৭৫, ময়মনসিংহে ৬৫ এবং রাজশাহীতে ৯১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

## সোনার দাম কমলো ভরিতে ৪৩৭৪ টাকা

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

দেশের বাজারে সোনার গহনার দাম আরও কমানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার গহনার দাম কমানো হয়েছে ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা। এতে ভ্যাটসহ ভালো মানের এক ভরি সোনার গহনার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৮০ টাকা। স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার দাম কমায় এই দাম কমানো হয়েছে। বুধবার ( ২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে এই দাম কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। বুধবার বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে এই দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গত ২৯ আগস্ট ভালো মানের এক ভরি সোনার গহনার দাম কমানো হয় ৭ হাজার ১১৫ টাকা। তারপর ৩১ আগস্ট ভালো মানের এক ভরি সোনার গহনার দাম কমানো হয় ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা। এতে তিন দফায় ভালো মানের এক ভরি সোনার গহনার দাম কমানো হলো ১৫ হাজার ৮৬৩ টাকা। এই দাম কমানোর আগে ২০, ২২ ও ২৫ আগস্ট তিন দফায় ভালো মানের এক ভরি সোনার গহনার দাম বাড়ানো হয় ১০ হাজার ৯৬৪ টাকা। এখন ভ্যাটসহ সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৮০ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ৪ হাজার ১৯৯ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ২১ হাজার ৪৪১ টাকা। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ৩ হাজার ৬১৬ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ১২৩ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ২ হাজার ৯৭৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩০৬ টাকা। এর আগে গত ৩১ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে ভ্যাটসহ সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ৩৬ হাজার ২৫৪ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ৪ হাজার ১৪১ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ২৫ হাজার ৬৪০ টাকা। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার গহনার দাম ৩ হাজার ৬১৬ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭৩৯ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার গহনার দাম ২ হাজার ৯১৬ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ১ লাখ ৫৮ হাজার ২৮০ টাকা। বুধবার সকাল ৯টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত এই দামেই সোনার গহনা বিক্রি হয়। সোনার গহনার দাম কমানোর পাশাপাশি রুপার গহনার দামও কমানো হয়েছে। ভ্যাটসহ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার গহনার দাম ১১৭ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ১৬ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপার গহনার দাম ১৭৫ টাকা কমিয়ে ৪ হাজার ৭৮২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপার গহনার দাম ১৯৩ টাকা কমিয়ে ৪ হাজার ৮২ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার গহনার দাম ১১৭ টাকা কমিয়ে ৩ হাজার ৯১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

## একাদশে ভর্তির আবেদন শুরু, ফি ২২০ টাকা

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

চলতি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির অনলাইন আবেদন শুরু হচ্ছে গতকাল বুধবার (২ সেপ্টেম্বর)। এ আবেদন প্রক্রিয়া চলবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত। একাদশে ভর্তির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের আবেদন করতে হবে। প্রাথমিক আবেদন ফি ২২০ টাকা। বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামান এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আবেদন, নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ ও নিশ্চায়নের পর ভর্তি নেওয়া হবে। ২২ সেপ্টেম্বর ভর্তি শেষ হবে। ২৩ সেপ্টেম্বর একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করবো আমরা। এর আগে, গত ২৪ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড একাদশে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ করে। নীতিমালায় বলা হয়, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আসনের ৭ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রাখা হবে। আর বাকি ৯৩ শতাংশ সবার জন্য মেধার ভিত্তিতে উন্মুক্ত থাকবে। ২ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ভর্তির আবেদন নেওয়া হবে। ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত পুনর্নিরীক্ষণসহ পুনর্মূল্যায়নে ফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা হবে। একই সময়, অর্থাৎ, ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত পছন্দক্রম পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা হবে ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায়। ফল প্রকাশের পর নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চায়নের জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি নিশ্চায়ন না করলে নির্বাচন ও আবেদন বাতিল হবে। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম চলবে ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সব শেষে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে ২৩ সেপ্টেম্বর।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ বৃহস্পতিবার ॥ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ॥ ২০ ভাদ্র ১৪৩৩

## হরমুজ প্রণালি খুললে বাংলাদেশি জাহাজ চলাচলে অগ্রাধিকার দিতে ইরানকে অনুরোধ

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের পণ্যবাহী জাহাজ ও কন্টেইনারগুলো চলাচলের ক্ষেত্রে দ্রুত ও অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে ইরানকে অনুরোধ করেছে ঢাকা। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র ৩ এর পাতায় দেখুন

## ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করতে ৪৪৫ কোটি টাকার তেল-ডাল কিনছে সরকার

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের মধ্যে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির জন্য ২ কোটি লিটার পরিশোধিত পাম অলিন ও ১০ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ৪৪৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা। ৩ এর পাতায় দেখুন

# বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৭ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। ট্রাস্টি বোর্ডের আওতায় বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৭টি পরিবারের মধ্যে ৬৫ লাখ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে বরিশাল বিআরটিএ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন বরিশালের জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার। এ সময় বিআরটিএ বরিশাল সার্কেলের সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ার) মো. আতিকুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিআরটিএ সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় নিহত ১৩টি পরিবারের প্রত্যেককে ৫ লাখ টাকা করে চেক দেওয়া হয়। এ ছাড়া ৩ এর পাতায় দেখুন

# যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ১৪ বছর পর গ্রেফতার

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**

বরিশালের বানারীপাড়ায় ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আব্দুল মান্নান জুয়েলকে ১৪ বছর পর গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। বুধবার (০২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বরিশাল র‍্যাব-৮ এর মিডিয়া অফিসার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. শাহরিয়ার রিফাত অভি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার (০১ সেপ্টেম্বর) রাতে র‍্যাব-৭ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বরিশাল র‍্যাব-৮ সদর কোম্পানির সদস্যরা। গ্রেপ্তার ৩ এর পাতায় দেখুন

# বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃবিভাগ সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) দিনব্যাপী 'আন্তঃবিভাগ সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় বরিশাল বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। চার ভিন্ন ক্যাটাগরির (ফ্রি স্টাইল, ব্যাক স্ট্রোক, ব্রেস্ট স্ট্রোক ও বাটারফ্লাই) ইভেন্টে সর্বমোট ৪৪ জন প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ৩ এর পাতায় দেখুন

## রাজাপুরে ইউনিয়নে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান

**রাজাপুর প্রতিনিধি**

ঝালকাঠির রাজাপুরের বড়ইয়া ইউনিয়নে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বড়ইয়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ঝালকাঠি-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম জামাল। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজাপুর উপজেলা ৩ এর পাতায় দেখুন

## বরগুনায় বাসে অভিযান ১ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ১

**বরগুনা প্রতিনিধি**

বরগুনা বাসস্ট্যান্ডে ঢাকাগামী একটি বাসে অভিযান চালিয়ে এক হাজার পিস ইয়াবাসহ ইব্রাহিম খলিল (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য তিন লাখ টাকা বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা থেকে আসা গ্রিন ভিউ পরিবহনের ৩ এর পাতায় দেখুন

# বরিশালে রোপা আমন ও আউশ আবাদে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**

বরিশাল জেলায় চলতি বছরে রোপা আমন ও আউশ আবাদে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে বরিশাল জেলার ১০টি উপজেলা ও বরিশাল সিটি করপোরেশন এলাকায় এ বছর ব্যাপক পরিমাণ জমিতে আমন ও আউশের আবাদ হয়েছে। এ বছর জেলায় রোপা আমনের বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮ হাজার ৫৯০ হেক্টর। এর বিপরীতে বীজতলা ও আবাদ কার্যক্রমে অগ্রগতি হয়েছে ১ লাখ ১৭ হাজার ৭৮৭ হেক্টর জমিতে। এরমধ্যে উফশী জাতের আমনের আবাদ হয়েছে ৬২ হাজার ১৮৭ হেক্টর এবং স্থানীয় জাতের আমনের চাষ হয়েছে ৫৫ হাজার ৬শ' হেক্টর জমিতে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় ২ হাজার ৭০৫ ৩ এর পাতায় দেখুন

# রাজাপুরে একই ভবনের দুই বাসায় চুরি, নার্সকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার লুট

**সুদেব মালাকার, রাজাপুর**

রাজাপুরে গভীর রাতে একটি ভবনের দুই বাসায় হানা দিয়েছে অজ্ঞাতনামা এক চোর। এ সময় এক নারীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে নয় আনা ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে চোরটি। একই ভবনের তৃতীয় তলায় এক মাদ্রাসাশিক্ষকের বাসার দরজাও খোলা পাওয়া গেছে। তবে ওই বাসা থেকে কোনো মালামাল খোয়া গেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলা সদরের আদর্শপাড়া এলাকায় ফকির কাউয়ুম হোসেনের ভবনে এ ঘটনা ঘটে। আহত নারী নওরীন (২৪) ওই ভবনের চতুর্থ ৩ এর পাতায় দেখুন

# চাঞ্চল্যকর ফোরকান হত্যা মামলায় চার আসামি গ্রেফতার

**বরগুনা প্রতিনিধি**

বরগুনায় চাঞ্চল্যকর ফোরকান হত্যা মামলায় চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর ২০২৬) রাতে রাজধানীর সাভার মডেল থানা এলাকা থেকে তাদের একটি ভাড়া বাসা থেকে আটক করা হয় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, মো. জুয়েল মোল্লা, মো. জিহাদ মোল্লা, মোসা. আছমা বেগম ও মো. ইউসুফ খা। বুধবার পুলিশ জানায়, ফোরকান হত্যা মামলার আসামিরা ঘটনার পর থেকেই পুলিশের নজরদারিতে ছিলেন। তাদের সাভার মডেল থানা এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় অবস্থানের খবর পায় পুলিশ। পরে অভিযান চালিয়ে চারজনকেই একসঙ্গে গ্রেপ্তার করা ৩ এর পাতায় দেখুন

# আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লুট হওয়া পিস্তলসহ ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

**ভোলা প্রতিনিধি**

ভোলার দৌলতখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে লুট করা একটি পিস্তলসহ এক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত মো. নাহিদ চরপাতা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীবাড়ির আব্দুল মন্নান কাজীর ছেলে এবং ওই ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) ভোরের দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। দৌলতখান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. রাকিব হাসান জানান, নাহিদের কাছে ৩ এর পাতায় দেখুন

## নারীর সঙ্গে আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল বিএনপি নেতা বহিষ্কার

**মঠবাড়িয়া প্রতিনিধি**

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান মামুনকে দলীয় সব পদ-পদবি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে এ সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মঠবাড়িয়া পৌরসভা বিএনপির সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন ফরাজী ও সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান মিজান স্বাক্ষরিত গত ১ সেপ্টেম্বরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার কারণে মেহেদী হাসান মামুনকে বিএনপির সব পদ-পদবি থেকে বহিষ্কার ৩ এর পাতায় দেখুন

## বোরহানউদ্দিনে সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

**বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি**

ভোলার বোরহানউদ্দিনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মো. ইসমাইল পাটোয়ারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার একটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বোরহানউদ্দিন থানার এএসআই মো. হেলালের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এ অভিযান চালায়। পুলিশ জানায়, ইসমাইল পাটোয়ারী বোরহানউদ্দিন থানার জিআর-২০৮/২০ মামলায় মাদকদ্রব্য ৩ এর পাতায় দেখুন

## ১২ কেজি এলপিজির দাম কমলো ১৩ টাকা

**কীর্তনখোলা ডেস্ক**

সেপ্টেম্বর মাসের জন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশের এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন খুচরামূল্য ১ হাজার ৫৯৮ টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ৫৮৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) নতুন এই দাম ঘোষনা করে সংস্থাটি। এছাড়া সাড়ে ৫ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৭২৭ টাকা, সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৬৫২ টাকা, ১৫ কেজির দাম ১ হাজার ৯৮২ টাকা, ১৬ কেজির ৩ এর পাতায় দেখুন

## ভূমিহীনদের খাস জমি বন্দোবস্তের দাবিতে স্মারকলিপি

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**

সরকারি খাস জমিতে প্রভাবশালীদের দখল ও নামে-বেনামে বরাদ্দ বন্ধ করে প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্দোবস্তের দাবিতে বরিশালে সমাবেশ ও মিছিল করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরীর অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে সংগঠনটির উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরে মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যান নেতাকর্মীরা। সেখানে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমিমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভূমিহীন মানুষের পুনর্বাসন ও জীবিকার নিশ্চয়তায় সরকারি খাস জমি বন্দোবস্তের বিধান থাকলেও বাস্তবে প্রকৃত ভূমিহীনরা অনেক ক্ষেত্রেই সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে প্রভাবশালী গোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশলে সরকারি জমি দখল কিংবা বরাদ্দ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা। গণসংহতি আন্দোলন বরিশাল জেলার নির্বাহী সমন্বয়কারী আরিফুর রহমান মিরাজের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী (ভারপ্রাপ্ত) ৩ এর পাতায় দেখুন

# ঘুরছিলেন হাতে রশি নিয়ে দোকানে মিললো ঝুলন্ত মরদেহ

**নেছারাবাদ প্রতিনিধি**

পিরোজপুরের নেছারাবাদে মো. আবুল মল্লিক নামের ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ দোকান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার জলাবাড়ী ইউনিয়নের কামারকাঠি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আবুল মল্লিক (৫৫) একই গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় তিনি মুদি দোকানি ছিলেন। স্থানীয় ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, আবুল মল্লিক দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি অনেক সময় অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। পাশাপাশি সংসারে ছিল অভাব-অনটন। একসময় রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও প্রায় পাঁচ বছর ধরে অসুস্থ থাকায় সেই কাজ করতে পারতেন ৩ এর পাতায় দেখুন

# গলাচিপা ও কাঁঠালিয়ায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

**কীর্তনখোলা রিপোর্ট**

পটুয়াখালীর গলাচিপায় ও ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। পটুয়াখালীর গলাচিপায় বজ্রপাতে তপন শিকারী (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর

গলাচিপায় নিহত তপন

১টার দিকে উপজেলার রতনদী তালতলী ইউনিয়নের কাছারিকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তপন শিকারী ওই গ্রামের অনিল শিকারীর ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মিজান দেওয়ান জানান, বুধবার সকালে তপন শিকারী নিজ জমিতে ধানের বীজের কাজ করছিলেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাত হলে তপন শিকারী গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। বজ্রপাতের শব্দ শুনে স্থানীয় ও স্বজনরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তপনকে গলাচিপা ৩ এর পাতায় দেখুন

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ

চেম্বার:
এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে
বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫

চেম্বার:
মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ
কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯

বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, সহযোগী সম্পাদক: আল হাফিজ, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com